জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা – জুন/০৪

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* দক্ষিণ এশিয়ায় ঝড়ের কবল থেকে বেঁচে যাওয়া মানুষের জন্য জাতিসংঘের সাহায্যে প্রস্তাব
* আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চল এখনও আফিম উৎপাদনের মুল কেন্দ্র– জাতিসংঘ
* জাতিসংঘ সংস্থা এইচআইভি–এর তথ্য সংগ্রহে রোগীর গোপনীয়তা রক্ষার নিশ্চয়তা দিতে চায়
* নিরাপত্তা পরিষদে ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আলোচনা
* জাতিসংঘ ও অভিবাসী বিষয়ক সংস্থারমধ্যে সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর

দক্ষিণ এশিয়ায় ঝড়ের কবল থেকে বেঁচে যাওয়া মানুষের জন্য জাতিসংঘের সাহায্যে প্রস্তাব

২৬ জুন– জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন আজ দক্ষিণ এশিয়ায় সাম্প্রতিক ঝড়ের কবল থেকে বেঁচে যাওয়া মানুষদের জরুরি সাহায্য প্রদানের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় সহায়তাদানের প্রস্তাব করেছেন। ভারত ও পাকিস্তানে এ ঝড়ের ফলে শত শত মানুষ মারা যায়।

বান কি মুনের মুখপাত্র এক বিবৃতিতে বলেন ভারত ও পাকিস্তানের কিছু অঞ্চলে প্রচন্ড ঝড় ও প্রলঙ্কর বন্যায় যে ব্যাপক প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেছে, তাতে তিনি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

বিবৃতিতে এ বিপর্যয়ের মুখে উভয় দেশ "দ্রুত ও কার্যকর" পদক্ষেপ গ্রহণ করায় দেশ দু'টির পদক্ষেপ গ্রহণ করায় দেশ দু'টির প্রশংসা করা হয়।

দুর্গত এলাকায় কর্মরত জাতিসংঘ ত্রাণ সংস্থা জানায় সাম্প্রতিক ঝড় ও নিরক্ষীয় সাইক্লোন ইয়ামাইনের প্রভাবে ভারত ও পাকিস্তানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। শত শত মানুষের প্রাণহানি ঘটে এবং পাকিস্তানের বৃহত্তম শহর করাচিতে বাণিজ্যিক কার্যক্রম কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। এই ঝড়ের ফলে আজ সকালে পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশে ভুমিধ্বস ঘটে।

জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক বলেন, ইয়েমাইন বেলুচিস্তানের উপকূলীয় অঞ্চল ও এর সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে, উপকূলীয় অঞ্চলের প্রধান সড়ক ও মিরানি সেতু এখন হুমকির মুখে। অধিকন্তু পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ উপকূল থেকে হারিয়ে যাওয়া চারটি বিদেশি জাহাজ উদ্ধারের জন্য উদ্ধার অভিযান শুরু করেছে।

ইতোমধ্যে, ভারতে জাতিসংঘ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ভারি বর্ষণ ও বন্যায় গত সপ্তাহে দেশটির কিছু অংশ প–াবিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে অন্ধ্র প্রদেশে, কেরালা, কর্নাটক, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, আসাম এবং বিজার। প্রাণহানির পাশাপাশি বৃষ্টি ও তার ফলে সৃষ্ট বন্যায় ও ভুমিধ্বসে প্রায় ৫,০০০ বেশি ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য উভয় দেশেই শিবির স্থাপন করা হয়।

জাতিসংঘ জানিয়েছে তারা উভয়দেশের সরকারের সাথেই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রেখে চলেছে এবং অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তারা যে কোন সময়ে সাহায্য দিতে প্রস্তুত আছে।

আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চল এখনও আফিম উৎপাদনের মুল কেন্দ্র– জাতিসংঘ

২৫ জুন- জাতিসংঘ মাদক ও অপরাধ (ইউএনওডিসি) বিষয়ক দপ্তর আজ সতর্ক করে দিয়ে বলে অবৈধ আফিমের বৈশ্বিক বাণিজ্যে আফগানিস্তান তার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব বজায় রেখে চলেছে এবং দেশটি তার নিজ ভুখন্ডে পপি থেকে হেরোইন ও মরফিন প্রক্রিয়াজাতকরণে সক্ষমতা অর্জন করছে।

রাজধানী কাবুলে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদানকালে আফগানিস্তানে ইউএনওডিসি-এর প্রতিনিধি খ্রিস্টিনা গায়ানা অগুজ বলেন, মাদক উৎপাদনের পদ্ধতি যতটা আধুনিক হবে আফগানিস্তানের হেরোইন বা আফিমে আসক্ত হওয়ার ঝুঁকি তত বৃদ্ধি পাবে।

সারা বিশ্বের মাদক পরিস্থিতির ওপর ইউএনওডিসি-এর বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার একদিন পুর্বে মিজ ওগুজ আফগানিস্তান সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য প্রকাশ করেন। আফগানিস্তান গত বছর ৬,০০০ টন আফিম পপি উৎপাদন করে যা মোট বিশ্ব উৎপাদনের ৯২ শতাংশ।

তিনি বলেন, আফিমের চাষ দেশটির দক্ষিণাঞ্চলেই বেশি। কেবলমাত্র একটি প্রদেশ হেলমন্ডে বিশ্বের অবৈধ আফিমের প্রায় ৪২ শতাংশ উৎপাদিত হয়। অনেক প্রদেশ আছে যেখানে উৎপাদন প্রায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে সেখানে নিরাপত্তার সমস্যাও সবচেয়ে বেশি।

মিজ অগুজ বলেন, মাদক ও বিদ্রোহীদের অপরাধী নেটওয়ার্কের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। এ দেশের অস্থিতিশীলতার জন্য তার অর্থ ও পরিবেশ উভয়েরই যোগান দিচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, আফগানিস্তানের বেশির ভাগ আফিম দেশের বাইরে পাচার হয়ে যায় এবং তারপর এগুলো দিয়ে হেরোইন এবং মরফিন তৈরি করা হয়। তবে মিজ অগুজ বলেন তবে বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরেই এই প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজ শুরু হয়েছে।

তিনি বলেন, এটি এক নতুন প্রযুক্তির দিকে ইঙ্গিত করে যা পুর্বে আমাদের ছিল না এবং এর ফলে আরো বোঝা যায় মরফিন ও হেরোইন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যাপক অবৈধ আমদানি চলছে।

তিনি আরো বলেন, আফগানিস্তানের ভেতরে হেরোইনের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ হল হেরোইন ব্যবহারের ঝুঁকি বৃদ্ধি পাওয়া। ইতিমধ্যেই কমপক্ষে ৫০,০০০ মানুষ হেরোইনে আসক্ত রয়েছে এবং আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর একটি কারণ প্রত্যাবর্তনকারী শরণার্থীরা যারা অন্যত্র বিশেষত ইরানে হেরোইন ব্যবহার করত।

মিজ অগুজ জোর দিয়ে বলেন, সমস্যাটি হেরোইন ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রায় ১৫০,০০০ মানুষ, যাদের অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে, আফিমে আসক্ত। তারা ব্যথা-বেদনা থেকে মুক্তি পেতে বা ওষুধ হিসেবে এটি ব্যবহার করে থাকে। দেশটির নাজুক স্বাস্থ্য-সেবা ব্যবস্থাই এর কারণ।

মিজ অগুজ আরো বলেন অবৈধ মাদকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দেশটি কিছু শক্তি অর্জন করছে। দেশটির কেন্দ্রীয় এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোতে এর চাষাবাদ হ্রাস পাচ্ছে। এখানকার নিরাপত্তা পরিস্থিতিও অধিকতর স্থিতিশীল।

এটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও বিশেষত সরকারের জন্য মাদক সমস্যার ব্যাপারে কিছু করার সুযোগ করে দেয়। সেখানে নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নত এবং সুশাসন রয়েছে সেখানে এ বিষয়ে সাফল্য লাভ করা সম্ভব।

জাতিসংঘ সংস্থা এইচআইভি-এর তথ্য সংগ্রহে রোগীর গোপনীয়তা রক্ষার নিশ্চয়তা দিতে চায়

২২ জুন- এইচআইভি আক্রান্ত প্রায় ৪ কোটি নারী, পুরুষ ও শিশুকে সম্ভাব্য সামাজিক লজ্জা ও বৈষম্য থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে এইডস নিয়ে কর্মরত জাতিসংঘের প্রধান সংস্থা আজ এক নতুন নির্দেশনাবলি প্রকাশ করেছে। এই ভাইরাসের ওপর তথ্য সংগ্রহ ও তা মজুদ করার প্রক্রিয়ায় রোগীর গোপনীয়তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে কোনরুপ আপোষ না করার বিষয়ে এতে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।

এইচআইভি/এইডস বিষয়ক যৌথ জাতিসংঘ কর্মসূচি (ইউএনএইডস) এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের এইডস সাহায্য বিষয়ক জরুরি পরিকল্পনা'র সমর্থনে আয়োজিত এক কর্মশালায় এইচআইভি বিষয়ক তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা বজায় রাখা সংক্রান্ত অন্তবর্তী নির্দেশনাবলি প্রণয়ন করা হয়।

এই নির্দেশনাবলি অনুসারে, গণস্বাস্থ্যের লক্ষ্যের জন্য উপাত্তের ব্যবহার ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিষয়ের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ হতে হবে। সুপারিশমালার মধ্যে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বিষয়ক আইনের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য রাষ্ট্রসমুহের প্রতি আহবান জানান হয়।

ইউএনএইডসের উর্ধ্বতন টেকনিক্যাল অফিসার ইডি বেক বলেন, এই তথ্য নিরাপদে সংরক্ষণ করা গেলে এবং তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রাখা সম্ভব হলে ব্যক্তি ও সম্প্রদায়কে সম্ভাব্য সামাজিক লজ্জা ও বৈষম্য থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে এবং এটি সংগৃহীত তথ্যের মান বৃদ্ধি করবে।

ইউএনএইডসের মতে, সামাজিক লজ্জা ও বৈষম্য এই মহামারিকে কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার অন্যতম বড় বাধা। এটি সরকারগুলোকে এইডস প্রতিরোধে সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণে বাধা প্রদান করে এবং এটি ব্যক্তিকে তাদের এইচআইভি অবস্থা সম্পর্কে জানতে বাধা দেয়।

এটি যারা জানে তারা এইচআইভিতে আক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে একথা অন্যদেরকে জানাতে ও অন্যদেরকে এ থেকে রক্ষা করতে পদক্ষেপ গ্রহণে এবং তাদের নিজেদের জন্য চিকিৎসা ও সেবা চাইতে বাধা প্রদান করে।

নিরাপত্তা পরিষদে ইরানের ওপরর নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আলোচনা

২১ জুন- ইরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের কার্যক্রমের কারণে এর ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা পর্যবেক্ষণকারী জাতিসংঘ কমিটির চেয়ারম্যান আজ নিরাপত্তা পরিষদকে এ নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে সদস্য রাষ্ট্রগুলো যে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে সে সম্পর্কে অবহিত করে।

নিরাপত্তা পরিষদ প্রস্তাব ১৭৩৯ গত বছর ইরানের সমৃদ্ধকরণ, পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বা ভারি জল-সংক্রান্ত কার্যক্রমকে সহায়তা করতে পারে এমন সকল ধরনের দ্রব্য-সামগ্রী, যন্ত্রপাতি, পণ্য এবং প্রযুক্তির বাণিজ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

এই মার্চে আরেকটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যার ফলে নিষেধাজ্ঞা আরো জোরালো হয়। এই প্রস্তাবে অস্ত্র বিক্রয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং সম্পদের ওপর অবরোধের পরিধি বাড়ানো হয়।

গত তিন মাসে যে কাগজপত্রগুলো কমিটি পেয়েছে তাকে ৩৮ রাষ্ট্র জানিয়েছে যে এই নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে তারা আইন করেছে। ১২টি রাষ্ট্র জানিয়েছে এই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নে তারা কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বা করবে। কমিটির চেয়ারম্যান বেলজিয়ামের রাষ্ট্রদুত জোহান সি ভারবেক আজ এসব তথ্য জানান।

ইরানের কর্তৃপক্ষ বলেন, তাদের পরমাণু কর্মসূচি শান্তিপুর্ণ উদ্দেশ্য ব্যবহারের জন্য, কিন্তু অন্যান্য দেশ সন্দেহ করে তাদের সামরিক উচ্চাভিলাষ রয়েছে।

জাতিসংঘ ও অভিবাসী বিষয়ক সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর

২০ জুন- এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল বিষয়ক জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (ইউনেসকেপ) অধিকতর সুযোগ-সুবিধা ও মানবিক নিরাপত্তার সন্ধানে মানুষজনের সীমান্ত পারাপারের বিষয়ে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য আজ এক চুক্তি স্বাক্ষর করে।

সারাবিশ্বের ১৯ কোটি অভিবাসীর মধ্যে এর এক-তৃতীয়াংশ বা ৫ কোটি ৮০ লক্ষ অভিবাসীই এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বসবাস করে।

ইউনেসকেপ-এর সদস্য রাষ্ট্রগুলো আন্তর্জাতিক অভিবাসনের বিষয়টিকে ক্রমান্বয়ে বৃহত্তর উন্নয়ন এজেন্ডার ওপর প্রভাব সৃষ্টিকারী বিষয় হিসেবে দেখছে। ইউনেসকেপের নির্বাহী সম্পাদক কিম হাক-সু আজ এ কথা জানান।

২০০৪ সালে ইউনেসকেপ-এর সদস্য রাষ্ট্রগুলো প্রায় ৮ হাজার ৫'শ কোটি টাকার সমপরিমাণ বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থ লাভ করে। এই অর্থ এই অঞ্চলের স্থানীয় ও জাতীয় অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখতে অবদান রাখে।

আইওএম-এর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিষয়ক প্রতিনিধি ইরেনা ভোজাকোভা-সলোরানো বলেন, "অভিবাসন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যাসমুহ যথা মানব পাচার ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিত পদক্ষেপের মাধ্যমে সমাধান করতে হবে।

আশা করা হচ্ছে এই দুই সংস্থার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ফলে অভিবাসীর জীবিকার উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসীদের ইতিবাচক অবদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসের মত একই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যগুলো আরো কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে।

** ** **